দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৪...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পাওয়া মানেই ব্যর্থতা নয়

উবায়দুর রহমান ফারাবি

উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করার পরই সবার মাথায় একটা চিন্তা আসে, সেটা হলো ভর্তি পরীক্ষা। এটা নিয়ে প্রায় সবাই খুব উদ্বিগ্ন থাকে। সবাই যার যার মতো করে প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। একটা সময় পর ভর্তি পরীক্ষার সময়ও চলে আসে। অনেকে অনেক জায়গায় পরীক্ষা দেয়। অনেকে অনেক জায়গায় চান্সও পায়, আবার অনেকে কোথাও চান্স পায় না। প্রথমেই বলব, জীবনে ভালো কিছু করা বা সফল হওয়ার জন্য এটাই একমাত্র পন্থা না। আমরা প্রায় সবাই বলি যে ভর্তি পরীক্ষা হলো জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এখানে ভালো করতে পারলে জীবনটাই বদলে যাবে। হয়তো আমিও বলি। তার মানে এই নয় যে এটাই জীবন। ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় না টিকলে জীবন থেমে যাবে। আপাত দৃষ্টিতে হয়তো এমনটা মনে হয়। তবে এখানে চান্স পাওয়াই সবকিছু না। আচ্ছা এমন তো হয় না যে সব পাবলিক ভার্সিটিতে পড়ুয়ারা ভালো করেই বা ভালো করবেই! এমন তো মোটেই না। তাহলে ভালো করে কারা? ভালো তারাই করে যাদের কোয়ালিটি আছে, যাদের চেষ্টা আছে, যাদের ইচ্ছাশক্তি আছে। এখানে তিনটি বিষয়ের কথা বললাম—কোয়ালিটি, চেষ্টা, ইচ্ছাশক্তি। এগুলো কি এরকম যে এটা শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদেরই থাকবে? অন্য কারো থাকতে পারবে না? অবশ্যই এরকম না। যদি অবশ্যই এরকম না হয়, তাহলে আপনিও চাইলে অবশ্যই ভালো করতে পারবেন। সফল হতে পারবেন। কিন্তু অবশ্যই এই গুণগুলো অর্জন করতে হবে।

জীবনে ভালো কিছু করা বা সফল হওয়ার জন্য থাকতে হবে ইচ্ছাশক্তি। যেটা দিয়ে আপনি চেষ্টা করবেন। আর এই চেষ্টা আপনাকে কোয়ালিফাইড করবে। যেটা দিয়ে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন বা সফল হতে পারবেন। এবার আমরা আমাদের প্রাকটিক্যাল জীবনের কিছু কথা বলি। বিসিএস-এর কথা যদি বলি, সার্কুলারে বলা থাকে না যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টই হতে হবে। শুধু বিসিএস-ই না, অন্য সব জায়গায়ও একই রকম। ব্যাংক, প্রাইভেট কোম্পানি যা-ই হোক না কেন। ভাইভার আগ পর্যন্ত নিয়োগ পরীক্ষার খাতাই দেখা হয়। যেখানে আপনি চাকরি করবেন—তাদের প্রয়োজন কাজ, আপনি কোথায় পড়েছেন সেটা মুখ্য বিষয় না। সবশেষে বলব—চান্স না পাওয়া মানে থেমে যাওয়া নয়। হতাশ হওয়া নয়। আবারও বলব—জীবনে ভালো করা বা সফল হওয়ার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়াই একমাত্র পন্থা না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়